দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 APR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বাজেট ■ মামুন রশীদ

বাজেটে শিক্ষাখাত : অর্থমন্ত্রী কি করবেন?

সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কোনো দেশকে তার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৬ শতাংশ কিংবা প্রতিবছরের জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা উচিত। ২০০০ সালের এতদসংক্রান্ত ডাকার (সেনেগালের রাজধানী) ঘোষণায় বাংলাদেশও সই করেছে। অথচ জুন মাসে সমাপ্য বাংলাদেশের চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ২৯২২৫ কোটি টাকা। এটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দের ১৬.৪ শতাংশ বেশি, মোট বাজেটের ১১.৭ শতাংশ এবং জিডিপির ২.২ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিলো জিডিপির মাত্র দুই শতাংশের সামান্য বেশি ও জাতীয় বাজেটের ১১ শতাংশ। ২০১০-২০১৪ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে গড় বরাদ্দ ছিলো মোট বাজেটের ১৪.১ শতাংশ। এ যাবৎকালে আমাদের বাজেটে শিক্ষাখাতে বাজেটের সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিস্ময়কর সত্য হলো, আফ্রিকার অনেক গরিব দেশও শিক্ষাখাতে বাংলাদেশের চেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র ওই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাজেটে তাঞ্জানিয়া ২৬ শতাংশ, লেসেথো ২৪ শতাংশ, বুরুন্ডি ২২ শতাংশ, টোগো ১৭ শতাংশ ও উগান্ডা ১৬ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখে শিক্ষাখাতের জন্য। অথচ এসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জিডিপির আকার অনেক বড়। ২০১৩ অর্থবছরে যেখানে বাংলাদেশের জিডিপির আকার দাঁড়ায় ১৩ হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলারের সমান সেখানে তাঞ্জানিয়ায় তা ২ হাজার ৮২৫ কোটি ডলার, উগান্ডায় ২ হাজার ১২০ কোটি ডলার, টোগোতে ৩৬৮ কোটি ডলার, লেসোথোতে ২৬১ কোটি ডলার ও বুরুন্ডিতে ২৪৭ কোটি ডলার ছিল।

আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে তুলনামূলক কম বরাদ্দ দেয়া হয়। আবার এই বরাদ্দের বড় অংশটাই চলে যায় অনুন্নয়ন খাতে অর্থাৎ শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ। চলতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে মোট ২৯২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে ১৩৬৭৬ কোটি টাকা প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ও ১৫৫৪৯ কোটি টাকা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়। তার মধ্যে আবার ১৯৮০০ কোটি অনুন্নয়ন খাতে ও ৯৪২৫ কোটি উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে মোট ২৫ হাজার ৯৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে শিক্ষার উন্নয়নে বরাদ্দ রাখা হয় মাত্র ৮ হাজার ৩৮০ কোটি টাকা। বাকি অর্থ বরাদ্দ করা হয় শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা পরিশোধের জন্য। এর আগের ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট ২০ হাজার ৯৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এরমধ্যে উন্নয়ন খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা। আর ২০১১-১২ অর্থবছরে শিক্ষা বাজেটের আকার ছিল ১৮ হাজার ৭৩৬ কোটি টাকা। ওই বাজেটে মাত্র ৪ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় শিক্ষার উন্নয়নে। এক কথায়, শিক্ষাখাতে সরকারের দেয়া বাজেট বরাদ্দের সিংগভাগই চলে যায় অনুন্নয়ন খাতে, আর যৎসামান্য থাকে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য। রাজস্ব বাজেটের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষায় ৯৮ শতাংশ ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ৯৯ শতাংশ অর্থই ব্যয় হচ্ছে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ। অন্যদিকে উন্নয়ন বাজেটে দেয়া বরাদ্দ দিয়ে বেতন-বহির্ভূত নিয়োগ ও বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণের ব্যয় মেটানো হয়। সব শিশুকে স্কুলে আনতে প্রতিবছরই তাদের মাঝে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের এ দুটি হিসাবেই ৭৫ শতাংশের বেশি

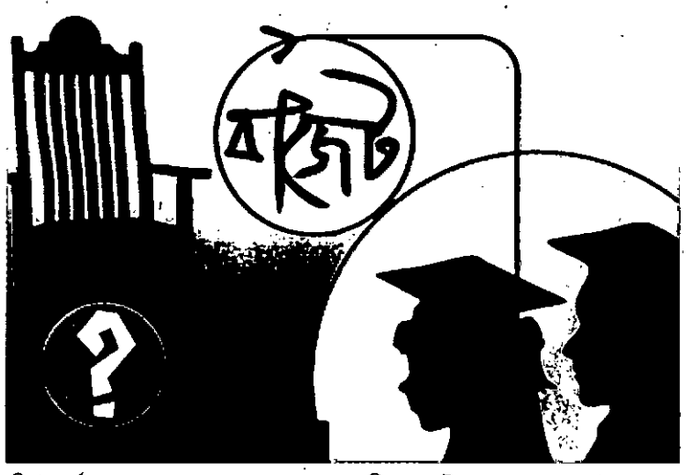

পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে।

একথা ঠিক যে, আমাদের জাতীয় বাজেটে সব সময়ই যেসব খাতকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয় তার মধ্যে শিক্ষাও একটি, যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আজকাল অবশ্য বাজেটে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় জনপ্রশাসন খাতে। দিনদিন সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় এবং উর্ধ্বতন পর্যায়ে নতুন পদ সৃষ্টি করার কারণে ব্যয় বেড়েছে বলে এই খাতে বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়। এছাড়া সামরিক খাতেও প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে। বিশ্বের অপরাপর বিকাশমান অর্থনীতি এবং এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মতো বাংলাদেশ সরকারও জনপ্রশাসন খাতে বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর দিকে নজর দিতে পারে। অবশ্য বিশ্লেষকরাও মনে করেন, এখনো বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। বিদ্যমান বাস্তবতায় সেটি উচ্চাভিলাষীও বটে। কিন্তু সেই লক্ষ্যে তো এগুতে হবে। তাই আসন্ন ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে সরকার জাতীয় বাজেটের অন্তত ১৪ শতাংশ পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দ করার মাধ্যমে শুরুটা করতে পারে। পরবর্তী বছরগুলোতে ১ শতাংশ করে বরাদ্দ বাড়িয়ে তা ২০ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব। আমি মনে করি, বর্তমানে যেখানে সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ খুবই কম বা বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয় সেখানে বেসরকারি খাত ও বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) এগিয়ে আসতে পারে। তাহলে সেটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীর মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় ভালোমানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এরপর পর্যায়ক্রমে দেশের ৪৮৬টি উপজেলায়ও একই ধরনের পদক্ষেপ নিলে চমৎকার সুফল পাওয়া যাবে। এ ধরনের উদ্যোগগুলোকে মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে।

চলমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশে মানবসম্পদের উন্নয়নকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাখাতে জিডিপির ৪ শতাংশ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করেছে। কিন্তু অতীতে কোনো বছরেই আমরা শিক্ষা খাতে জিডিপির ২ দশমিক ৪ শতাংশের বেশি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে দেখিনি। গত পাঁচ বছরে শিক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা জিডিপির ২ দশমিক ২ শতাংশ। আবারও বলছি, আমাদের শিক্ষাখাতে বিশেষ করে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বাজেটে ভারতে জিডিপির ৩ দশমিক ৭ শতাংশ, নেপালে জিডিপির ৩ দশমিক ৮ শতাংশ ও পাকিস্তানে জিডিপির ২ দশমিক ৯ শতাংশ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। জনপ্রিয়তা অর্জন বা ধরে রাখা এবং 'ভোট ব্যাংক' সৃষ্টি ও অব্যাহত রাখার জন্য বাজেটে এমপিওর (মাসিক পেমেন্ট ওর্ডার) আওতায় অধিকসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষককে সুবিধা দেয়ার বিষয়ে যে গুরুত্ব দেয়া হয় তা কমানো উচিত। বরং সমপর্যায়ের ও প্রতিযোগী অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এমফিল ও পিএইচডি কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়াতে পারে। এর ফলে উচ্চ শিক্ষায় মান বাড়বে। এছাড়া মেয়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বা শিক্ষা ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা রোধেও সর্বাত্মক পদক্ষেপ থাকতে হবে। এতেও পরবর্তীকালে চমৎকার সুফল পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে যে হারে মসজিদ বা মাদ্রাসা বাড়ছে তার চেয়ে অনেক অনেক কম হারে বাড়ছে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা।

আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বর্তমানে কী শিক্ষা দিচ্ছি সেটি পুনর্বিবেচনা করে দেখা উচিত। সেই সঙ্গে পাঠ্যসূচি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষায় প্রযুক্তি নির্ভরতা বৃদ্ধি, গতিশীল শিক্ষা প্রশাসন বা ব্যবস্থাপনা ক্যাডার গড়ে তোলা এবং শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে তোলায় গভীর মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হলে নির্বাচনকালে পোলিং বা প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনকারী নয়, বরং সম্পূর্ণ পেশাদার ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের সর্বজনীন বা সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা অপরিহার্য। এই নীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। ইংরেজী শিক্ষা, বাংলা শিক্ষা, আরবী শিক্ষা তথা সরকারি-বেসরকারি খাতের শিক্ষার মধ্যে একটি ন্যূনতম সামঞ্জস্যতা বিধান করতে হবে। শিক্ষা খাতে দুর্নীতি রোধে বাজেটে সর্বাত্মক পদক্ষেপ থাকা চাই। কাজটি কঠিন হলেও গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা জরুরি। এসব প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীন দলের হোমরা-চোমরাদের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাবে পরিচালনা কিংবা রাজনৈতিক বিবেচনায় সুবিধা দেয়া না দেয়ার প্রবণতা দূর করতে হবে। যেহেতু সরকারের একার পক্ষে শিক্ষাখাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব বিনিয়োগ করা সম্ভব নয় সেহেতু দুর্নীতি কমানোর ওপর জোর দিতে হবে, যাতে সীমিত অর্থ বরাদ্দের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হয়। নতুন যুগসই প্রকল্প গ্রহণ ও ন্যূনতম গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন শিক্ষাখাতে উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে।

● লেখক : অর্থনীতি বিশ্লেষক ও উদ্যোক্তা